আওয়ামী লীগ নয়, উঠে এসেছেন বিএনপি পরিবার থেকে

নিজেকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য পরিচয় দেওয়া এবং সরকারের ওপর মহলের নেতাদের সাথে গভীর সখ্য রয়েছে এমন প্রচারনা চালিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সবার কাছে চরম স্বেচ্ছাচারি হয়ে ওঠা আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের পারিবারিক ইতিহাস জানা গেছে। তিনি আসলে আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে নয়, বরং জন্মগতভাবে বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসেছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার একটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। মামুন বাবর মিরোজের বড় ভাই হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির তৎকালীন এমপি শৈলকূপার আব্দুল ওহাবের সাথে পারিবারিক গভীর সম্পর্ক ছিল মামুন বাবর মিরোজের পিতা বাবর আলীর। তাদের গ্রামের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলার হাটফাজিলপুর বাজারের পাশের ক্রিপালপুর গ্রামে। এই গ্রামটি আবাইপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের হাত ধরে মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী আবাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিএনপির নেতা বাবর আলীর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম হুমায়ুন বাবর ফিরোজ আর ছোট ছেলে মামুন বাবর মিরোজ। বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এর কিছুদিন আগে বাবর আলী ক্রিপালপুর গ্রাম ছেড়ে শৈলকূপা পৌর শহরের কবিরপুরে বাড়ি ভাড়া নেন। এই কবিরপুরেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে রয়েছে ‘এমপি মার্কেট’ নামের একটি মার্কেট। মার্কেটটি বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের মালিকানাধীন। এই মাকের্টের পাড়াতেই বাবর আলী বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন।

বাবর আলীর বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ এই বাড়ি থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক রাজনৈতিক সাপোর্ট এবং শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির দলীয়

সাপোর্ট পেয়ে ফিরোজ কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্তপোক্ত করে তোলেন। এরপর ৯৬ সালে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত শিবিরের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অবস্থান পাকাপোক্ত করে তুলতে হুমায়ুন বাবর ফিরোজের অবদান স্বীকার করে অনেকে।

এরপর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের সরকার। বিএনপি পরিবার থেকে উঠে আসলেও ভোল পাল্টে ফেলেন মামুন বাবর মিরোজ। তিনি রীতিমত ভোল পাল্টে হয়ে যান বড় ছাত্রলীগার। পরে চাকুরীজীবনে হয়ে ওঠেন বড় আওয়াীলীগার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা মামুন বাবর মিরোজ চাকুরী পেয়ে যোগ দেন কুষ্টিয়ার মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে। আলমডাঙ্গার মত চরম হুমকি-ধামকি দিয়ে মিরপুরের মানুষজনকেও প্রথমে বশে আনতে চেষ্টা করেন মামুন বাবর।

সকালের অফিস বিকেলে যাওয়া শুরু করেন। তার এই অন্যায় রেওয়াজে প্রথম বাঁধ সাধেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কামারুল আরেফীন। তিনি সরকারি নিয়মে অফিসে আসার বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে চরমপত্র দেন। কড়া হুশিয়ারিও দেন তিনি। এতেও কাজ না হলে তিনি সব সময়ের স্বেচ্ছাচারী মামুন বাবরকে জরুরী বদলী করার ব্যবস্থা করেন। মামুন বাবর এরপর যোগ দেন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে।

আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে তার স্বেচ্ছাচার শতগুনে বাড়িয়ে দেন। প্রধমে বয়োজোষ্ঠ্য দলিল লেখকদের ওপর চালাতে থাকেন নিপীড়ন। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন তাদেরকে। আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দলিল লেখকদের মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন একজন হিংস্র অফিসার হিসেবে। এভাবে চলতে থাকায় দলিল লেখকরা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন আন্দোলন। কিছুদিনের জন্য জমি কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পড়ে বিপাকে। এরপর এক রাজনৈতিক মধ্যস্থতায় এর সমাধান হয়।

সূত্র জানায়, আবারও পার পেয়ে যান মামুন বাবর। তিনি এবার তার স্বেচ্ছাচারিতা আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেন। সকালের অফিস বিকেলে আসতে শুরু করেন। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর খেয়ে না খেয়ে মামুন বাবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এই ভয়াবহ অনিয়মের প্রতিবাদ করলে তিনি আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে প্রচার করতে থাকেন। তিনি জন্মগতভাবে আওয়ামী লীগ পরিবারের

সন্তান বলেও সবাইকে হুশিয়ারি করতে থাকেন। তিনি এমনও বলতে থাকেন,তাকে কোন ক্ষমতাই আলমডাঙ্গা থেকে বদলী করাতে পারবে না।

বছরের পর বছর এভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মোড়কে নিজেকে ঢেকে চলতে থাকলে নজর পড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে সাথে নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতাকে রুখে দিতে সচেষ্ট হন। সরকারি নিয়মে অফিসে আসতে তাকে তাগিদ দেওয়া হয়। দেওয়া হয় আল্টিমেটাম। কিন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আল্টিমেটাম কোন কাজে আসেনি। বরং উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও বিশোদগার করতে থাকেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও তার সরকারি চাকুরী বিধি লংঘন করার বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে উপর মহলে জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার ঘোষবিলার ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী মিজানুর রহমানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার পরও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছেন ঘোষবিলা গ্রামের মৃত বাদল উদ্দিনের ছেলে মাহিন উদ্দিন।

মিজানুরের মা কেঁদে কেঁদে জানান, মাহিন আমার বাড়ি এসে ভিডিও কলে দেখায় বিদেশে আমার ছেলেকে বেশ কয়েকজন গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। এই দেখে কোন মায়ের মাথা ঠিক থাকতে পারে না। আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে জমি লিখে দিতে হবে। ছেলেকে বাঁচাতে মিজানুরের নামে সাড়ে ৫ শতক জমি আমাদের কাছ থেকে স্ট্যাম্প করে নেয়। এবং আমাদের হুমকি দিয়ে যায় এই কথা যদি কাউকে বলে তাহলে মালদ্বীপে আমার ছেলেকে বস্তায় পুরের নদীর পানীতে ভাসিয়ে দিবে।

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্তু এরই মধ্যে মালদ্বীপ পবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরণ করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারণ করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে সনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্তু এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর

মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরণের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সুব্রত জানান, মুক্তিপণ হিবেসে জমি লিখে নেওয়ার একটি অভিযোগপত্র আমার কাছে আছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শুকুর প্রমুখ।

জীবননগরে মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের গণপিটিশন

জীবননগরে জনবসতি এলাকায় মনোয়ারা সনো সেন্টার স্থাপন করে জনগনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্ঠি ও পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন ।

ঘটনাটি জীবননগর পৌর সভার ৮নং ওর্য়াডের বসতি পাড়ায় ঘটেছে এ বিষয়ে স্থানীয়রা গণ স্বাক্ষর দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অনুলিপি প্রদান করেছেন ।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ জুলিয়েট পারউইন এবং তার স্বামী ডাঃ রফিকুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় জীবননগর পৌর শহরের বসতিপাড়ায় মনোয়ারা সনো সেন্টার অ্যান্ড নার্সি হোম নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।কিন্তু ক্লিনিকে আগত লোকজনের গাড়ি পার্কিয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা না করায় সেখানে রাস্তার উপর প্রতিনিয়ত যানজটের সৃষ্ঠি হচ্ছে ।

যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । শুধু তাই নয় ক্লিনিকের পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্লিনিক ভবনের পানি নিচে ফেলার কারণে পথচারিরা নানা ভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।এ বিষয়গুলো ক্লিনিক মালিকদেরকে একাধীক বার বলা সত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি ।

এ বিষয়ে ডাঃ রফিকুল ইসলামের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি রিসিপ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা একটি অভিযোগ দিয়েছে তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে এখনও কোন

অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে মসজিদ কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া

জীবননগরে মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া পুলিশের বাধায় বন্ধ। অবশেষে ইউপি সদস্য আব্দুল মেম্বারসহ দুইজনের নামে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর গ্রামে ঘটেছে।

অভিযোগকারী মেদনীপুর গ্রামের মৃত আজিজুল তরফদারের ছেলে ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাওসার আলী অভিযোগ করে বলেন, আমদের গ্রামের মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ।

আমি গালি দিতে নিষেধ করলে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাকে মারধর করতে আসে এক পর্যায় বিষয়টি আমার ওর্য়াড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে বললে তারা আব্দুল মেম্বারের কাছে এসে ঘটনাটি জানতে চাই এ সময় আব্দুল মেম্বার তার দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করার হুমকি প্রদান করে এ বিষয়ে আমি জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুলের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেদিনীপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়টি শোনা মাত্র আমি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি ।বর্তমানে এটি থমথামা অবস্থায় আছে ।

তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

চম্পা রানী চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা মদের ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড়ে কাঁচা মালের আড়ৎ পট্টিতে প্রতিদিন বিকাল হলেই চলে মদের মিলন মেলা।

জানাগেছে ভালাইপুর মোড়ে কাচা মালের আড়ৎ পট্টিতে চম্পা রানী ঝাড়ু দারের কাজ করে থাকে। এই সুযোগে প্রতিদিন বিকাল ৫ টার পর থেকে সন্ধার পর পযর্ন্ত ৫০ থেকে ৬০ লিটার মদ বিক্রি করে থাকে, প্রতিলিটার মদের দাম নিয়ে থাকে ৪০০ টাকা, চম্পা রানীর এই মদ খেতে ছুটে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ।এই মদ খেয়ে কেউ করছে পাগলামি কেউ করছে মাতলামি,আবার কেউ করছে মারামারি।

আর এই মদ ব্যবসায়ী চম্পা রানী-কে সহযোগীতা করছেন ভালাইপুর মোড়ের আড়তদার এলাকার কয়েকজন দালাল। এদিকে ভালাইপুর মোড়ের বেশ কয়েকজন দোকান দার বলেন শুধু চম্পা রানী ও কয়েকজন মানুষের কারণে ভালাইপুর মোড়ে মদের ছড়াছড়ি আর এই কারণে উঠতি বয়সের কিশোর থেকে শুরু করে বযস্করাও এই মদের নেশাই আসক্ত হয়ে পড়েছে।

মদ কিনতে আসা আলুকদিয়া মনিরাম পুরের পাখি ভ্যান চালক বিল্লা বলেন আমার এক বন্ধু হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললো ভালাইপুর মোড়ে থেকে চম্পারানীর কাছ থেকে আড়াই লিটার মদ নিয়ে আই ‘ তাই এসচ্ছি, এদিকে গোপিনাথপুরের মদ কিনতে আসা জৈনেক ব্যক্তি বলেন আগে চুয়াডাঙ্গায় মদ খেতে যেতাম এখন ভালাইপুর মোড়ে চম্পা রানীর কাছে সহজেই মদ কিনতে পারি।

তিনি আরও বলেন ভালাইপুর মোড়ে মদ বিক্রির কারণে মানুষ মদের নেশাই আসক্ত বেশি হচ্ছে। যেমন এই মদ কেনার টাকা মেনেজ করতে কেউ বিক্রয় করে জমির বাঁশ কেউ বিক্রয় করে জমির গাছ আবার কেউ বিক্রয় করে জমি। এই ভাবে গ্রামের কিছু কিছু সহজ সরল মানুষ এখন নিঃস্ব পথে পথে ঘুরছে এই চম্পা রানীর মদ খেয়ে। সাংবাদিক দেখে চম্পা রানী দৌড় দেই, ১০ মিনিট পর ফিরে আসলে মদ বিক্রির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমার মদ বিক্রির লাইসেন্স আছে আমার কেউ কিছু করতে পারবে না।

এদিকে ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির সভাপতি হাজী আমির হোসেনের বলেন মদ বিক্রির কারণে ভালাইপুর মোড়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, উঠতি বয়সের ছেলেরা মদে আসক্ত হচ্ছে, বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিয়েছি কিন্তু দুদিন পর আবার দেখি মদ বিক্রি হচ্ছে।

ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি আরও বলেন আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি ভালাইপুর মোড় থেকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। তাই এই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলমডাঙ্গায় কৃষকলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উপজেলা কৃষকলীগের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি মোহন মিয়া, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম, সহ দপ্তর সম্পাদক ফজলুুর রহমান, কার্যকারী পরিশোধের নির্বাহী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ সাহা।

উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাকের আলী, মজিবুল হক, দেলোয়ার রহমান, রাজ কুমার ব্যাধ, মন্টু মিয়া, লাল্টু, মহেশ কুমার, বদর উদ্দিন, ওহাবসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকলীগ নেতাকর্মী।

[redacted]

[redacted]

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪৫তম জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস মহান স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

শনিবার ১৫ শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ. লীগের দলীয় কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন, রবিউল হোসেন শুকলাল, আব্দুল কাদের বিশ্বাস, আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, আমিনুল ইসলাম ফুরুই, ডা. রবিউল হক, নাসির উদ্দিন, শওকত আলী, লিয়াকত আলী, আব্দুস সবুর, সহিদুল ইসলাম,

মিন্টু বিশ্বাস, সিরাজুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আব্দুস সালাম, ফকির মোহাম্মদ শেখ, আশরাফ আলী, আলাল হোসেন, কিতাব আলী, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম-আহবায়ক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল,

অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, ধর্ম বিযয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,আক্তার, জাহাঙ্গীর, লিটন, ফারুক, বিল্লাল, রতন, তারিকুল, আলমগীর, সাজন, ফারুক, জিয়ার, ওমিদুল, মুকুল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, লিমন, সালাউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার সময়, চুয়াডাঙ্গা জেলার চিৎলা ইউনিয়নের রুইথনপুর গ্রামে, রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর উদ্যোগে ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক ও রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর সভাপতি রবিউল ইসলাম মল্লিক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৌহিদুল ইসলাম , মল্লিক সদস্য ৩ নং ওয়ার্ড। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু মিয়া, সদস্য সজীব, সুইট ,রানা, নাহিদ, আনিছুর, ফয়সাল, রাজু, মিলন, রাশেদ, রকি প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয় ও তবারক বিতরণ করা হয়।